চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী সন্ত্রাস (?)

নাজিরুল হোসেন

১৯৯০-এর প্রথম সপ্তাহে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নির্বাচনে ইসলামী ছাত্র শিবির পরাজয় বরণ করার পর থেকেই একের পর এক সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের প্যান্ডেলে আগুন লাগানো, সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের নেতাকর্মীদের ওপর আক্রমণ, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ওপর হামলা ও আহত করা, বিভিন্ন অনুষ্ঠান পণ্ড করা, যখন তখন হরতাল ধর্মঘট ডাকা, পরীক্ষা বানচাল করা, সিনেট, ফিনান্স কমিটি প্রভৃতি পর্ষদের নির্বাচন পণ্ড করা, শিক্ষক সমিতির নির্বাচন হতে না দেওয়া, উপাচার্যকে বারো দিন 'সাবজেলে' বন্দী করে রাখা ও তাকে সপরিবারে প্রাণনাশের হুমকি দেয়া ঃ সংখ্যা যে কতো তার সব হিসেব দেয়া সম্ভব নয়। এসব কর্মকাণ্ডকে শিবির 'মহৎ' বলে দাবী করে; তাদের ভাষ্যমতে, এগুলি ইসলামের মহান আদর্শ ও সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই। এসব ব্যাপারে তাদের প্রত্যক্ষভাবে মদদ দিচ্ছে, পরামর্শ দিচ্ছে জামাতী শিক্ষকরা ও ১৯৯০ সালের মেয়াদোত্তীর্ণ শিক্ষক সমিতির কার্যকরী কমিটির কতিপয় শিক্ষক। জামাত-শিবিরের দাবী একটিই, উপাচার্যকে তাদের হুকুম-নির্দেশ-পরামর্শ মতো চলতে হবে।

কিন্তু উপাচার্য আলমগীর সিরাজুদ্দিন এতো নির্যাতনের পরেও তাদের কাছে নতি স্বীকার করতে রাজী নন। তিনি নাকি এ কথাও বলেছেন যে, তাকে জামাত-শিবির চাইলে হত্যা করতে পারে। কিন্তু তিনি তাদের অন্যায় ও অবৈধ দাবী বা চাপের মুখে পদত্যাগ করবেন না। উল্লেখযোগ্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিবির কর্মীর সংখ্যা এক ষষ্ঠাংশেরও কম, এবং শিক্ষকদের মধ্যে জামাতী ও উপাচার্য বিরোধী শিক্ষকদের সংখ্যা এক তৃতীয়াংশেরও কম। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে- ছাত্রদের বৃহদাংশ যখন শিবিরের বিপক্ষে তখন তারা এমনভাবে সন্ত্রাস চালিয়ে যেতে পারে কি করে?

১৯৮৬ সাল থেকে, তৎকালীন উপাচার্যের আমল থেকে, যিনি জামাত অনুসারী বলে কথিত, শিবির প্রত্যেকটি ছাত্রাবাসে তাদের দখল কায়েম করে। ফলে অন্য দলের নেতৃবৃন্দ তো নয়ই, কর্মীরাও হল-এ থাকতে পারে না। এমন কি জামাতের 'বি টিম' রূপে আখ্যায়িত (ইদানীং 'ছোট শয়তান' রূপেও) বিএনপি-র ছাত্রদলের কর্মীরাও হরহামেশাই পিটুনি খেয়ে তাদের নেত্রী ও মন্ত্রী নোমানের কাছে গিয়ে নিষ্ফল কান্নাকাটি করে হতাশ হয়ে ফিরে আসে পুনরায় পিটুনি খাওয়ার জন্য।

এদিকে বিএনপি সরকার গঠনের পর থেকেই বর্তমান উপাচার্যকে সরানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। কারণ, শোনা যায় তাদের সমর্থনকারী জামাতের নাকি অন্যতম শর্ত হচ্ছে আলমগীরকে সরিয়ে জামাতপন্থী উপাচার্য দিতে হবে। সুতরাং বর্তমান উপাচার্যকে পদত্যাগ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে একাধিকবার, কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছে, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী উপাচার্যের বাড়ী বয়ে এসে পদত্যাগ করার পরামর্শ দিয়ে গেছেন- কিন্তু তিনি পদত্যাগ করেননি, করছেন না। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীও নাকি বলেছেন, এমন কি তাকে অপদস্থ করা হতে পারে, এমন আভাস দেয়ার পরেও আলমগীর পদত্যাগ করতে রাজী হননি। আসল গেরোটা এখানেই। উপাচার্য নাকি বলেছেন যে, তিনি জ্ঞানত এমন কোনো অন্যায় করেন নি বা এমন কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই যে, শুধুমাত্র শিবিরের সন্ত্রাসে ভীত হয়ে ও সরকারের নির্দেশে তাকে পদত্যাগ করতে হবে।

সরকার তার বিরুদ্ধে কোনো 'চার্জ' সম্ভবত আনতে পারছে না, তাকে স্বৈরাচারী কায়দায় পদচ্যুতও করতে পারছে না। (করলে অবশ্য আলমগীর তার পদ ফিরে পাবেন না জেনেও সরকারের বিরুদ্ধে হয়তো মামলা করতে পারেন, তা'তে, পারেন, তা'তে সরকার বিব্রতকর অবস্থায় পড়বে। সরকারের 'গণতান্ত্রিক মুখোশ' খসে পড়বে।) বিধিসম্মতভাবেও আলমগীরকে অপসারণ করতে পারছে না সরকার, কারণ ১৯৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আইন। তা'তে এমন কোনো ধারা নেই যার বলে একজন উপাচার্যকে প্রমাণিত অপরাধ ব্যতিরেকে অপসারণ করা যায়। তাকে বিধিসম্মত উপায়ে সরাতে গেলে আইন পরিবর্তন করতে হবে। (অর্থাৎ একজন ব্যক্তির উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য!) উপাচার্য আলমগীর কখনোই বিএনপি-র কোনোরূপ বিরুদ্ধাচরণ করেননি, তা' সত্ত্বেও বিএনপি তাকে সরাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। অথচ সন্ত্রাসের ও অচলাবস্থার 'গোদা' যে শিবির তাকে কিছু বলার বা করার ক্ষমতা ও সাহস কোনোটাই বিএনপি সরকারের নেই। করলে বা থাকলে জামাত নাখোশ হবে (জামাত হওয়া মানে পাকিস্তান ও সৌদি আরব হওয়া)।

তাহলে কি এটাই প্রতিভাত হচ্ছে না যে, শিবিরের ... এই সন্ত্রাস সম্পূর্ণতই 'সরকারী সন্ত্রাস?' শিবিরের পরবর্তী পদক্ষেপ যদি সত্যই উপাচার্যকে হত্যা করা হয়ে থাকে..তাহলে কি তা'ও হবে সরকারের সমর্থনে বা নির্দেশে? যেমনটি পাকিস্তানী জল্লাদদের নির্দেশে জামাতীরা করেছিলো একাত্তরের ১৪ই ডিসেম্বরে বুদ্ধিজীবী হত্যা?

এ অবস্থায় বিএনপি আর কি করতে পারে। দেড় বছর হলো জনাব আলমগীরকে যতো প্রকারে মানসিকভাবে যন্ত্রণাক্ত করা হয়েছে, তা'তেও তিনি ভেঙে পড়েন নি। (ভদ্রলোকের নার্ভ বটে।) অতএব? বাকী থাকলো শারীরিক নির্যাতন, যার আলামত ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে ১৮ই ও ২১ শে নভেম্বরের ঘটনায়। (স্মরণ করা যেতে পারে যে, শিবির কয়েক দিন আগে উপাচার্যের বাসভবনের সকল টেলিফোন সংযোগ কেটে দিয়েছে।) তাতেও তিনি নতি স্বীকার না করলে কি শেষপন্থা হবে হত্যা? জীবননাশের হুমকি তো শিবির আগেই দিয়ে রেখেছে। ১৮ ও ২১ নভেম্বর শিবির কর্মীরা তার বাসভবনে যেভাবে হামলা করে তা'তে যদি দেশবাসী অনুমান করে যে, শিবিরের সন্ত্রাসের পিছনে সরকারের পূর্ণ সমর্থন আছে তাহলে কি তা' দোষের বা অসঙ্গত হবে? ক্যাম্পাসে ও শহরে তো গুজব রটে গিয়েছে যে, শিবিরের শেষ আঘাত হবে সেটাই। তাঁকে হত্যা করা হলে তিনি দেশবাসীর কাছে 'হিরো' হয়ে যাবেন, 'আদর্শ' রূপে গণ্য হবেন ঃ জামাত-শিবির অবশ্য তা'তে তোয়াক্কা করে না, কোন ফ্যাসীবাদী দলই বা তা' করে থাকে?

এরূপ অনুমানের পশ্চাতে যুক্তিসঙ্গত কারণও রয়েছে ঃ (১) ১৭ই নভেম্বর হাটহাজারীর বিএনপি দলীয় এমপি ওয়াহিদুল আলম ক্যাম্পাসে আসেন, এবং শোনা যায়, তিনি শিবির নেতা ও কয়েকজন জামাতী শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন; (২) ১৮ই নভেম্বর সকাল এগারোটার দিকে পুলিশের উপস্থিতিতে শিবির কর্মীরা উপাচার্যের বাসভবনে হামলা চালায়, বাসভবনের ক্ষতি করে, গেটের তালা ভাঙে, দু'টি গাড়ী নষ্ট করে- অভিযোগ রয়েছে পুলিশ সম্পূর্ণ নীরব ছিলো; এবং বিকেল তিনটের দিকে কয়েকজন পদস্থ পুলিশ কর্মকর্তার সামনে থেকে বিধ্বস্ত গাড়ী দু'টি তুলে নিয়ে যায়- পুলিশের কাছে গাড়ী দু'টির চাবি ছিলো, তারাই শিবির কর্মীদের হাতে চাবি দিয়ে দেয়- তখনো তারা নিষ্ক্রিয় ছিলো বলে জানা যায়; (৩) ২১শে নভেম্বর পুনরায় উপাচার্যের ভবনে হামলা চালায়, যথারীতি ভাঙচুর করে, প্রহরীর গাড়ী নষ্ট করে, নিরাপত্তা অফিসার মেজর (অবঃ) কিবরিয়াকে বেধড়ক পিটিয়ে আহত করে। অভিযোগ যে, তখনো উপস্থিত পদস্থ কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা নীরব দর্শক ছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, ১৮ই নভেম্বর তারিখে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বন-পশুমন্ত্রী দু'জনেই সশরীরে চট্টগ্রামে হাজির ছিলেন।

তাহলে কি এটাই প্রতিভাত হচ্ছে না যে, শিবিরের পূর্বতন সন্ত্রাসগুলি না হয় বাদই দেয়া গেলো, অতি সাম্প্রতিক এই সন্ত্রাস সম্পূর্ণতই 'সরকারী সন্ত্রাস?' শিবিরের পরবর্তী পদক্ষেপ যদি সত্যই উপাচার্যকে হত্যা করা হয়ে থাকে (কে জানে হয় তো বা পুলিশের উপস্থিতিতেই), যা তারা অনায়াসেই করতে পারে, কারো গলা কাটা তাদের কাছে ছুরি দিয়ে আম-পেয়ারা কাটার মতোই সহজ; তাহলে কি তা'ও হবে সরকারের সমর্থনে বা নির্দেশে? যেমনটি পাকিস্তানী জল্লাদদের নির্দেশে জামাতীরা করেছিলো একাত্তরের ১৪ই ডিসেম্বরে বুদ্ধিজীবী হত্যা? এবং উপাচার্য নিহত হবার পর সরকার কি তখন প্রেসনোটে এ কথাই বলবে ঃ হে বেগম সিরাজুদ্দিন ও উমর সিরাজুদ্দিন, হে দেশবাসী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিহত উপাচার্য প্রফেসর আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন নিজেই যেহেতু বলেছিলেন যে, তিনি পদত্যাগের পরিবর্তে জামাত-শিবিরের হাতে প্রাণ দিতেও রাজী ছিলেন, অতএব তারই ইচ্ছাতেই জামাত-শিবির তাকে হত্যা করেছে বিধায় হত্যাকারীরা সরকারের দৃষ্টিতে তো বটেই (জামাতে) ইসলামের আদর্শের বিচারেও প্রশংসাধন্য? অতএব আসুন, আমরা সবাই জামাত-শিবিরকে মারহাবা দিই, প্রাণ ভরে উল্লাস করি?

নাজিরুল হোসেন ঃ একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র।